Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ জুন, ২০২০

৪৩ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১৫ জুন, ২০২০, সোমবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭

ক্যান্সার-আক্রান্ত ছাত্রীর পাশে এস.এফ.আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জুন : ক্যান্সার-আক্রান্ত ছাত্রীর পাশে দাঁড়ালো এস.এফ.আই। আজ ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে তার হাতে গণসংগ্রহ করা টাকা ও খাবার তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। প্রিয়াঙ্কা নিংড়া এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তার বাড়ি পূর্বস্থলী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিংড়া গ্রামে। আমফান ঝড়ে প্রিয়াঙ্কাদের বাড়ি উড়ে যায়। এস.এফ.আই.-এর কর্মীরা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি দেখতে যায়। তখন তারা জানতে পারে প্রিয়াঙ্কা ক্যান্সারে আক্রান্ত, তার কেমো চলছে। সেদিনই তারা সিদ্ধান্ত নেয় প্রিয়াঙ্কার পাশে দাঁড়াবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণসংগ্রহ করা অর্থই এদিন ছাত্রীটির হাতে তুলে দেন ছাত্র নেতৃত্ব এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও তার পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য প্রবীর ভৌমিক, সৃজন বসাক, প্রতীক ব্যানার্জী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। ওর চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে চাইলে এই নম্বরে ৯৪৭৪৭৯১৯৩৬ যোগাযোগ করতে পারেন।

চে-জন্মদিন পালনে ছাত্র-যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ জুন : বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মদিন পালন করলো ছাত্র-যুব সংগঠন এস.এফ.আই ও ডি.ওয়াই.এফ.আই। এস.এফ.আই বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে এদিন বর্ধমান শহরের ৬ নং ওয়ার্ড, গোদা এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সরঞ্জাম, বিস্কুট ও মাস্ক তুলে দেওয়া হয়। এস.এফ.আই-এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা হাজির থেকে উৎসাহিত করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের। এদিন ২৫ নং ওয়ার্ডে যুব কর্মীরা এলাকা স্যানিটাইজ করে। এদিন বিকেলে একটি আলোচনাসভায় আলোচনা করবেন প্রাক্তন যুব নেতা অতনু হুই।

উপাচার্যকে ডেপুটেশনে এস.এফ.আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জুন : লক ডাউন কালে সেমিস্টার ফি মুকুব, সিলেবাস শেষ না করে পরীক্ষা না নেওয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইনে পরিষেবা, শিক্ষাবর্ষ নষ্ট না হতে দেওয়া প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ডেপুটেশন দিল এস.এফ.আই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি। পূর্বে অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন না। অন্য দিকে বৃষ্টিতে ভিজেই ছাত্র-নেতৃবৃন্দ ডেপুটেশনে যান কিন্তু পুলিশ ডেকে তাদের আটকানো হয়, উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে এক আধিকারিক ডেপুটেশন নেন।

আহ্লাদিপুরের বীর শহিদদের স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জুন : আহ্লাদিপুরের বীর শহিদদের স্মরণ করলেন গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ। ১৯৭১ সালে আক্রান্ত হয়েছিল আহ্লাদিপুর। প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। ৫ জনকে খুন করেছিল ঘাতক কংগ্রেসীরা। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ৫০ বছর পূর্ণ হল। এদিন শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার, দেশবন্ধু হাজরা, মফিজুর রহমান, বিনোদ ঘোষ, জয়নাল মির্জা প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন অমল হালদার।

বর্ধমানে পিপল্‌স্ কিচেন দেখলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ জুন বর্ধমান : বর্ধমানে এসে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের ভার্চুয়াল সভা নিয়ে তোপ দাগলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেন, ওদের প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই। এদিন দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে বর্ধমানে এসেছিলেন শ্রী মিশ্র। ফেরার আগে বর্ধমানের নীলপুরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের পরিচালিত পিপলস কিচেনে যান। সঙ্গে ছিলেন দলের নেতারা। কিচেন শুরু হয়েছে ২ জুন থেকে, একমাস ধরে এই কিচেন চলবে। সন্নিহিত এলাকার অভাবী এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপদে পড়া মানুষদের খাবার যোগাচ্ছেন কিচেন কর্মীরা। ভাত ডাল আলুভাতে, সব্জি আর ডিমের ঝোল ছিল আজকের মেনু। নিজের হাতে কয়েকজনকে পরিবেশন করেন মিশ্র। তিনি বলেন, এটা দয়ার দান নয়। এটা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জন্য একটা প্রয়াস। গোটা রাজ্যে এমন কিচেন সব্জিবাজার চলছে। আমাদের দেশের এবং রাজ্যের দুটো সরকারের ভুল নীতি সাধারণ মানুষকে চরম বিপাকে ফেলেছে। হুট করে সব বন্ধ আর হঠাৎ সব খুলে দেওয়া হল। অপরিকল্পিত লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিক সহ কোটি কোটি মানুষ বিপদে। আবার এখন অফিসে যাবার বাস নেই। কর্মচ্যুতি ঘটছে। কাজ হারাচ্ছেন বহু মানুষ। তিনি বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একাধারে বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী থেকে সবকিছু। তিনি সব নিজে করে দিয়েছেন দাবি করেন আর মানুষের দুর্দশা বাড়ছে।

সভার শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বলেন তিনি অমিত শাহের ভার্চুয়াল সভা পুরোটা শোনেননি। ওদের কথার বা প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নেই। প্রধানমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষ কিছু পাননি। কৃষিজীবী মানুষের একাউন্টে টাকা পাঠানোর কথারও কোনো মূল্য নেই। তিনি বলেন, তাঁরা বরাবর কোভিডের টেস্ট বাড়াবার কথা বলে এসেছেন। কো-মরবিডিটি বলে কিছু হয় না। করোনা পজিটিভ হয়ে যারা মারা গেছেন করোনাতেই মারা গেছেন। চীন ভারতের সীমান্ত সংঘাত নিয়ে মিশ্র বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না। পরিশেষে তিনি পিপ্‌লস্ কিচেনের জন্য সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান। এদিন কিচেন দেখতে যান প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার, জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জ প্রমুখ।

কৃষি ও কৃষক-বিরোধী কালা অর্ডিন্যান্স জারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ জুন : কৃষি ও কৃষক-বিরোধী কালা অর্ডিন্যান্স জারির প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারা ভারত কৃষকসভা ও সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন। এদিন কালা অর্ডিন্যান্সের কপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ জানায় কৃষকসভা। বর্ধমানের কার্জনগেটের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন সারাভারত কৃষকসভার প্রাদেশিক সম্পাদক অমল হালদার, জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। করোনা আবহকালে বিধিনিষেধ মেনেই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অমল হালদার ও সৈয়দ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের সম্পাদক গণেশ চৌধুরী। অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয় সংগঠনের মেমারি-১ পশ্চিম ব্লক কমিটির উদ্যোগে মেমারি বামুনপাড়া মোড়ে। এখানেও বিক্ষোভ ও অডিন্যান্সের কপি পোড়ানো হয়। রসুলপুর ও পাল্লারোডেও অনুরূপ কর্মসূচি হয়।

অনুরূপভাবে কালনা মহকুমা জুড়ে কৃষি ও কৃষক-বিরোধী কালা অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কালনা-১ ব্লকের মধুপুর বাজার, কালনা-২, সেনেরডাঙা এবং বৈদ্যপুর পূর্বস্থলী ব্লকে বিডিও অফিসের সামনেও মন্তেশ্বরে বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

আউশগ্রাম-২ ব্লকের জামতারায় অর্ডিন্যান্স পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান জঙ্গলমহল এলাকার কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষ। সামিল ছিলেন সুরেন হেমব্রম, বাসুদেব মেটে, তুষার ঘোষ প্রমুখ।

গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ জুন : গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর উদ্যোগে। এদিন সর্বত্র ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। বর্ধমান শহর-১ আঞ্চলিক কমিটির অফিসে প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অয়নাংশু সরকার। কালনা শহর ও মন্তেশ্বরে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

মালোকাই জয়ের স্বপ্নে সায়নী আবার জলে

আলেখ সেখ : লকডাউনের কারণে ২০২০ সালে সায়নী দাসের হাওয়াই দ্বীপের মালোকাই চ্যানেল জয়ের স্বপ্ন ভেঙে গেলেও তিনি একটুও ভেঙে পড়েননি। তাই ২০২১ সালে এই চ্যানেল জয়ের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এদিন ভাগীরথীর জলে নেমে পড়লেন সায়নী। টানা কয়েক ঘন্টা সাঁতার কাটলেন। পর পর তিন বছর তিনটি চ্যানেল—ইংলিশ, রটনেস্ট এবং কাটালিনা জয়ের পর চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে সায়নী দাসের লক্ষ্য ছিল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মালোকাই চ্যানেল পার হওয়া। এই লক্ষ্যপূরণে সায়নী দাসের সব রকম প্রস্তুতি সারা হয়ে গেলেও করোনা আবহে তা বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ইভেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া অপরদিকে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে সায়নী দাসের মনের উপর একটু চাপ পড়লেও, তিনি ভেঙে পড়েননি। সায়নী ২০১৭ সালে ইংলিশ, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট এবং ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করেন। ২০২০ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মালোকাই চ্যানেল জয় করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। যে চ্যানেলে এশিয়া মহাদেশের এখনো পর্যন্ত কোনো মহিলা সাঁতারু নামেননি। এই দেশের মাত্র দুজন পুরুষ সাঁতারু এই চ্যানেলে নেমেছেন। তাই সায়নী দাস এই চ্যানেলে সাঁতার কাটাকে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরে

নিয়েই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কালনার পাশ দিয়ে বয়ে চলা ভাগীরথী নদীতে তো বটেই, প্র্যাকটিস করেছিলেন বাইরে গিয়েও। পুরীর উত্তাল সমুদ্রে একটানা পাঁচ ঘন্টা করে বেশ কয়েকদিন সাঁতার কেটেছিলেন। কলকাতার সুইমং পুলে টানা ১৫ ঘন্টা সাঁতার কাটেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উল্লেখিত চ্যানেলে নামার অগ্রিম প্রস্তুতি হিসাবে সেখানকার কটেজ ভাড়া মেটানো এবং বিমান টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সায়নী দাসের বিদেশি পাইলট ইভান সিগাকি পরামর্শ দেন—বর্তমান করোনা ভাইরাস আবহে চ্যানেল অভিযান বাতিল করতে হবে। তাঁর পরামর্শ মেনে চ্যানেল অভিযান বাতিল হয়ে গেলেও সায়নীকে বেশিদিন ঘরবন্দি রাখতে পারেনি। জলে নামা সাময়িক বন্ধ থাকলেও মাঠে গিয়ে শারীরিক কসরত তিনি নিয়মিত চালিয়ে গেছেন। সায়নির বাবা কাম কোচ রাধেশ্যাম দাস জানান—মালোকাই চ্যানল কর্তৃপক্ষ সায়নী দাসকে বিশেষ সুযোগ দেবে বলে জানিয়েছে। ইভেন্ট একবার বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে সায়নী ২০২১ সালে অভিযান করার অগ্রাধিকার পাবে। সেই আশ্বাসেই সায়নী আজ থেকে জলে নামা শুরু করলো, মালোকাই চ্যানেল জয় না করা পর্যন্ত তাঁর এই জলে নামা থামবে না।

নতুন চিঠি

১৫ জুন, ২০২০

আরও বড় সঙ্কট অপেক্ষা করছে

বামপন্থীরা যা বলছেন, এতদিন যা বলেছেন, সমীক্ষা রিপোর্টগুলো সেই কথাই বলছে। করোনার আশু প্রভাব মহামারীতে নয়, কর্মসংস্থানে। শহরে ৮০ শতাংশ, গ্রামে ৫৪ শতাংশ মানুষের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে স্বনিযুক্তির কাজও রয়েছে। এইসব কাজ ফিরে পাবার সম্ভাবনাও কম। দেশের অর্থনীতির হাল শোচনীয়। শিল্পোৎপাদন সূচক এপ্রিল মাসে ৫৫.৫ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছে। ২৪ বছরে এই পরিমাণ হ্রাস কখনো ঘটেনি। সরকারের উচিত এই অবস্থায় শ্রমিকদের ও তাঁদের পরিবারগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া। তাঁদের জন্য দ্রুত স্বল্পমেয়াদি কাজের ব্যবস্থা করা এবং আয়ের সংস্থানের জন্য তাঁদের হাতে নগদ টাকা দেওয়া। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে অবিলম্বে সহায়তা দেওয়া, রেগার কাজকে সম্প্রসারিত করা। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষার বিধিব্যবস্থাগুলি জোরদার করা। দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপগুলির মধ্যে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিযায়ীদের অধিকার ও তাঁদের কল্যাণের জন্য নীতি প্রণয়ন করা। করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে নগদ হস্তান্তর এবং ছোটো উদ্যোগকে মজুরির জন্য ভরতুকি দেওয়ায় সুফল পাওয়া গেছে।

লকডাউনের গোড়া থেকেই বামপন্থীরা এ ধরনের কথা বলে চলেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উল্টো পথে হাঁটছে। মোদি সরকার অর্থনৈতিক প্যাকেজের নামে যা ঘোষণা করেছেন তা শ্রমিকদের কল্যাণে আসছে না। কাজ হারানো মানুষদের জন্য সেখানে কিছুই নেই। অথচ এই সময়েও কর্পোরেটদের নানা উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। সরকার যদি এখনও বামপন্থীদের পরামর্শ মতো স্বভাব না পাল্টায়, তবে আরও বড় সঙ্কট দেশবাসীর জন্য অপেক্ষা করছে।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

কাকলী গায়েন

দাদা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌদি, কমল গায়েন আর স্নেহের তোতা। আমরা আমি সহ ৫জন কী আনন্দময় দিনগুলো কাটিয়েছি। আজ ২০২০ সালে দাঁড়িয়ে দু'জন হয়ে গেলাম। প্রথমে তোতা, তারপর কমল গায়েন। দেশে যখন করোনা, চতুর্দিকে হাহাকারে-ক্রন্দনে-হতাশায়, কাজ হারানোর যন্ত্রণা, না-খেতে-পাওয়ার যন্ত্রণা আঁকড়ে ধরে বাঁচার জন্য চেষ্টা, সেই সময় আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমি আর বৌদি রেখে এলাম—চিকিৎসাশাস্ত্রের কাজে লাগবে এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে দেহদান করা হল। প্রচার-বিমুখ হয়ে চিরকাল বেঁচে এসে নীরবে চলে যাওয়া—এ যেন আমার ও বৌদির কাছে বটছায়া থেকে রাস্তায় নামার মতো হলো। হে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী, ভারতজোড়া যাঁর নাম আলোড়িত হওয়া দরকার ছিল, করোনার গ্রাসে নিঃশব্দে তা ঘটলো। কত স্নেহময় কথাবার্তা আজ মনে পড়ছে। কিন্তু মন ভারাক্রান্ত, হাতে কলম সরে না। কিন্তু দিনেশকে বললাম, জানো কিছুটা লেখা হলেও বাকিটা শেষ করতে পারছি না। দিনেশ ছোট ভাইয়ের মতো বললো—তোমাকে লেখা দিতে হবে। তুমি পারবে। শেষ করো।

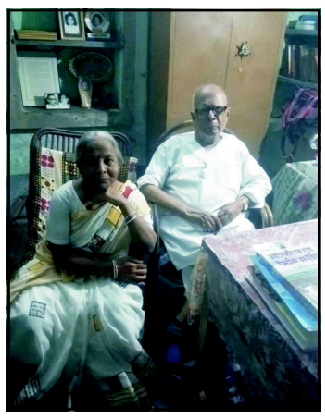

সেই ১৯৮০ সালে কোন একদিন এই পরিবারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি—এক পরিবারে তারপর কত সুখকর ঘটনা ঘটে চলেছে। ভাবলাম এমন ভাবে চলে যাবে। মাঝে ১৯৯১ সালের ১৭ জুলাই দাদা ও বিশ্বেশ্বর রায়ের প্রয়াসে আমি কাকলী রায় থেকে হয়ে গেলাম কাকলী গায়েন। এ পাওয়া আমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তারপর দিন যে একই গতিতে যায় না ধীরে ধীরে বুঝলাম। প্রতিবছর বেড়াতে যাওয়া—সে যেন সুখকর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় বাঁধানো থাকবে এবং ফটোগুলো সাক্ষী হয়ে রইল। দাদা-বৌদির স্নেহছায়াতে দিনগুলো চলছিল। কিন্তু সময় বড়ই নিষ্ঠুর। একই গতিতে চলতে দেয় না। বিপদ হয়েছে, কারুর জন্য ছুটতে পিছপা হননি। পাশে দাঁড়ানো, বোধ করি আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ। কোনো দ্বিধা না রেখে গরিব মানুষের পাশে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছেন আমাকে। যে-ই কোনো সমস্যা নিয়ে এসেছে তার সমাধান কীভাবে করা যায় তা বাতলে দিতেন। সে ডাক্তার দেখানো, কলকাতায় পাঠানো, না খেতে পাওয়া, অসুস্থ হয়ে রোজগার বন্ধ, মেয়ের বিয়ে—সবেতে যেন দরাজ হাতে সমাধান করেছেন। যা আমার নিজের চোখে দেখা। আর তাতে মানুষের প্রতি আরও সহমর্মিতা প্রেরণা জুগিয়েছেন। দাদা ও বৌদি, আর আমার সহধর্মী কমল গায়েন। তাঁদের অতীত আমার মর্মে স্পর্শ করতে করতে কখন যেন আমি অংশীদার। তাই তোতা আমার মেয়ে হয়ে উঠতে পেরেছিল। বন্ধু, দিদি, হয়ে যেন ও মনের কথার অংশীদার। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। ওর শেষ কথা, 'কাকলীদি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো' আজও আমার কানে বেজে ওঠে। কিন্তু হাসপাতাল, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সবই হলো। ১৮ সেপ্টেম্বর তোতার নিথর দেহ নিয়ে ফিরলাম। এ যন্ত্রণা যেন কোনো মানুষের না ঘটে। মনকে শক্ত করে আমরা ৪ জন চলছিলাম। কিন্তু সময় নিষ্ঠুর। ২০১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছ

—এরপর চারের পাতায়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২০

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবছরের আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসের ভাবনা 'জৈববৈচিত্র্য'। আমরা আমাদের মতো ভাবি—বাৎসরিক বসুন্ধরা দিবস, জল দিবস, পরিবেশ দিবস পালন করি। নিত্যকার জীবনে যেসব ভাবনার নীতি আদর্শ বালিশের তলায় চাপা দিয়ে নিত্যকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের অনেক কাজ—সংবাদ বুলেটিন তৈরি করা, প্রাসঙ্গিক ছবি সাঁটিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করা, অফিস-আদালত সরগরম করে তোলা, বাঁধ ভাঙা উন্নয়নের বিধিলিপি তৈরি করা—অন্তহীন কর্মকাণ্ডের জোয়ার একদিন শেষ হয়। শেষেরও একটা গালভরা নাম চাই। নাম তার লকডাউন। অন্য কিছুও হতে পারতো, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। অপাতত আরো একটি বাৎসরিক যাপন-দিনের ভাবনা কেউ কেউ করছেন। ১৭ নভেম্বর ২০১৯ চিনের হুবেই প্রদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব জানা যায়। সুতরাং 'কোভিড দিবস' এই দিনটিতেই প্রশস্ত। রাজ্য বা দেশ যাঁরা চালান তাঁরা বলেছেন—কোভিড নিয়েই থাকতে হবে। কবি তো কবেই বলে গেছেন 'মারী নিয়ে ঘর করি'। দৈনিক কাগজের পাতায়, দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে, সোসাল মিডিয়ার খবরের সিংহভাগ 'করোনা'। কেউ কেউ বলছেন প্রকৃতি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে। শিল্প বিপ্লব, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, পরমাণু বোমা, গ্রীন-হাউস গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর পরে প্রকৃতি আপন খেয়ালে নিজেকে পরিমার্জন করছে। বাতাসে বায়ুদূষণের মাত্রা হিসেব করার সাধারণ মাপকাঠি হল পি.এম. ২.৫ কতটা রয়েছে। অর্থাৎ ২.৫ মাইক্রন (১ মাইক্রন = ১ মিটারের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ) মাপের ভাসমান কণার পরিমাণ কত? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাতাসের প্রতি ঘন মিটারে ২৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি ভাসমান কণা মানুষের ক্ষতি করে। বর্তমান সময়ে (৩০.০৫.২০০০; বেলা ১২টা) দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি শহরে প্রতি ঘনমিটারে ভাসমান কণার পরিমাণ ২০ মাইক্রোগ্রামের কম, মাস পাঁচেক আগেও এর মান ছিল চার থেকে পাঁচগুণের বেশি। যানবাহন বন্ধ, শিল্প কারখানা বন্ধ—বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রা কমেছে। ভাসমান কণার মাত্রা কমেছে।

ঠিক এই কারণে জলদূষণের মাত্রাও কমের দিকে। গঙ্গাদূষণ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। সেসব আলোচনা না গিয়েও বলা যায়, গঙ্গা ভারতের অন্যতম দূষিত নদী। লকডাউনের কার্যকরী ফল হল, মা গঙ্গা প্রাকৃতিক নিয়মে খুব ধীরে কলুষ মুক্তির পথে। আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের আগামী ক্রিয়াকলাপে মা আবার দূষিত হবেন। আশার কথা হল এই যে গঙ্গাগর্ভে লক্ষ কোটি টাকার দুধ না ঢেলে প্রাকৃতিক নিয়মে কলুষমুক্ত করার এই পদ্ধতির কথা যদি ভাবতাম তাহলে 'নমামী গঙ্গা'র নামে এত কোটি টাকা গঙ্গা জলে ভেসে যেত না। এ আলোচনা আরও শত নদীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আসলে দেশের মাথায় যারা বসে আছেন তাঁরা দেশকে, দেশের মানুষকে হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান। লক্ষ উদাহরণের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল গঙ্গার জল পান করে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হওয়া যায় কিনা সেসব নিয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক উদ্যোগ। এখনো পর্যন্ত কোন গবেষণা সংস্থা এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি। তবে গোমূত্র ও গোবর মানুষের রোগমুক্তির উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা এই গবেষণাও কেউ কেউ করছেন বলে শোনা যায়।

চেরনোবিল। পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের একটি ব্যস্ত জনপদ। এখানেই ছিল রাশিয়ার প্রথম পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র ও রি-এ্যাকটর। ২৫-২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ একদল গবেষককর্মীর হঠকারিতায় এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পরমাণু কেন্দ্রটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তৎপরতার সাথে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা হলেও প্রবল পারমাণবিক বিকিরণে ৪০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। বাকিরা বংশপরম্পরায় ধারণ করে চলেছেন সেই বিষাক্ত বিকিরণ। হিরোসিমা-নাগাসাকির পরমাণু বোমার মারণ ক্ষমতার চেয়ে চারশোগুণ ধ্বংস করার ক্ষমতা এই মারণ বিকিরণের। তাই ধ্বংস হয়ে গেছে বিপুল প্রাণীসম্পদ, গাছপালা, প্রকৃতি। বিশাল কংক্রীটের পুরু আস্তরণে ঢেকে দেওয়া হয় পারমাণবিক জ্বালানি। তিন যুগ পরে আজকের চেরনোবিল প্রকৃতি নতুন করে সাজিয়েছে। জীবজন্তু জঙ্গলে নতুনরূপে ধরা দিয়েছে। এখন কমবেশি হাজার মানুষের বাস সেখানে। সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ মিলছে সহজেই।

কর্পোরেট দুনিয়া চায় দুনিয়াটাকে লুটেপুটে খাও। প্রকৃতি শিক্ষা দিচ্ছে বৈচিত্র্য নিয়ে বাঁচো। রাষ্ট্র চাইছে এক ধর্ম, চাই ব্রহ্মণ্যবাদ, মনুসংহিতা। আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ। ইউরোপে ব্রেক্সিট। আরব দেশগুলি, ইস্রায়েল,

ব্রাজিলে একই পদধ্বনি। কর্পোরেট দুনিয়া বৈচিত্র্য চায় না, মানে না। বিজ্ঞান বলছে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নাও। প্রকৃতি আমাদের বাঁচার সমস্ত উপকরণ নিয়ে হাজির, প্রয়োজনমত গ্রহণ করো। নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচাও। এই অপর কিন্তু শুধু মানুষ নয়, অন্য জীব, অন্য প্রাণী, গাছপালা, প্রকৃতির সবকিছু। লকডাউনের শিক্ষা তো এটাই। প্রকৃতি হতে প্রয়োজন মতো নাও, আবার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা জারি রাখো। সবাইকে নিয়ে বাঁচো।

এখানেই পরিবেশ দিবসের আহ্বান। জৈববৈচিত্র। উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগতের অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণের সমাহার। মাটি, জল, আলো, বাতাসের এক অনন্য রসায়ন। একটি সুসঙ্গত জীববৈচিত্র্য পার্থিব বাস্তুসংস্থানের সুসম বিকাশ ঘটায়। বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষার অর্থ হল জল, মাটি ও বাতাসের প্রাকৃতিক বিকাশ। মাটির পুষ্টি, জলের শোধন ও বাতাসের দূষণ মুক্তি। এই কর্মকাণ্ডের মাঝেই জীবকুলের প্রাণশক্তি। কোন একটি প্রাণের ধ্বংস মানেই দূর ভবিষ্যতে অন্য প্রাণের সঙ্কট। কৃষক ফসল ফলায়, আমাদের খাদ্য যোগান হয়। ফসলের উপজাত পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোবর, গোচনা, পচিত ফসল আবার মাটিকে উর্বর করে। মাটির ব্যাক্টেরিয়া গাছের খাদ্য যোগায়। যান্ত্রিক কৃষি পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক এই চক্র বিনষ্ট হয়। রাসায়নিক সার যতটা গাছের উপকার করে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে। বৃষ্টিধোয়া জলে নদী সমুদ্র কলুষিত হয়। মৌমাছির মতো সাধারণ একটি প্রাণী প্রায় ১৩০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের পরাগমিলনের কাজ করে। তবেইতো ফুল ফল, চাষ-আবাদ, মানবজাতি—সভ্যতা-সংস্কৃতি। মানুষের কর্মকাণ্ডে বন্যপ্রাণীরাও সঙ্কটে। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মাংসাশী পশু বিপন্ন। মাংসাশী প্রাণী বিলুপ্ত হলে তৃণভোজী প্রাণীও বিপদাপন্ন হবে। সঙ্কট বাড়বে চারণভূমির। মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে এমনিতেই বনভূমি সঙ্কুচিত হচ্ছে। হাতির দল নেমে আসছে জনপদে। ইতিমধ্যেই আফ্রিকায় হাতির সংখ্যা কমাতে হাতি মেরে ফেলা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় উট নিধনও মানুষের স্বার্থে?

জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের মধ্যেই রয়েছে এক সুবিশাল অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী ফসল, বীজ, ঔষধ ও ভেষজ শিল্প, জৈবপ্রযুক্তি, পশুজাত শিল্প বিপণনের বাজার আটশো কোটি বিলিয়ন (এক বিলিয়ন = একশো কোটি)। আমাজনের বৃষ্টি, বনানীর দাবানল তাই আজকের আলোচনায় এসে যায়। বিস্তীর্ণ বনভূমিতে দাবানল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট দাবানল আজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের লোভাতুর দৃষ্টিভঙ্গির মুখোশ খুলে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্রাজিলের বোলসানারো সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে কয়েকলক্ষ একর বনভূমি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে প্রায় সতেরো শতাংশ বনভূমি লোপাট হয়ে গেছে। বিগত এক বছরে প্রায় তেইশ লক্ষ পশুর নিধন হয়েছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কত প্রাণ গেছে তার হিসাব কী করে হবে? উদ্দেশ্য চাষাবাদ বৃদ্ধি, নতুন পশুচারণ ভূমির সন্ধান ও খনিজ শিল্পের প্রসার। আমাজনের বৃষ্টি বনানী ধ্বংস হলে জীববৈচিত্র্যের দশ শতাংশেরও বেশি প্রাণ-প্রজাতি বিলুপ্ত হবে, যার মধ্যে রয়েছে ৪০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৩০০০ প্রজাতির জলজ প্রাণী, আড়াই লক্ষ প্রজাতির কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নানা প্রাণী। ধ্বংস হবে এক সুবিশাল ভেষজ সম্পদ যা আমাদের ৯০ শতাংশ রোগভোগের উপশম ঘটায়। সর্বোপরি জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন আরো নানান অজানা বিপদ ডেকে আনবে। আমাদের বর্তমান ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন। লকডাউনের আগেই জনতা কারফিউয়ের ডাক দেওয়া হয়। শিল্পপতিদের আগামা বর্তা। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সেই অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির জন্য কোনো বার্তা নেই। এইতো কটা দিন, সব আবার সচল হবে। না হল না। শুরু হল লকডাউন। শিল্পপতিরা দায় ঝেড়ে ফেললেন। কারখানা বন্ধ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঠাঁই মিলল রাস্তায় কিংবা মুক্ত প্রাঙ্গণে। ততদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও লকডাউন। শ্রমিকশ্রেণি পথে। হাজার-বারশো কিলোমিটার হাঁটা, কেউ কেউ সাইকেলে, ঠেলা গাড়িতে। গোটা বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক। আমরাও মর্মান্তিক বহু ঘটনার নীরব দর্শক। সরকার বসে থাকেনি। লকডাউনের এক মাসের মাথায় ২৭ মার্চ ২০২০, পঞ্চাশজন পুঁজিপতির আটষট্টি কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছে। শিল্পপতিদের মন রাখতে শ্রমিকশ্রেণিকে প্রথমত আটকে রেখেছে। শিল্প মালিকদের ভাবনায় ছিল ক্ষণিকের লকডাউন উঠে গেলেই শ্রমিকদের কাজে ফেরানো হবে, ততদিন এটা ওটা করে চালিয়ে নিলেই হবে। শ্রমিকদের কাজের জায়গায় আটকে রেখে লকডাউনের ঘোষণা কার্যত শিল্পমালিকদের স্বার্থেই। নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণি। এক চরম সামাজিক মানসিক দূষণের শিকার দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এবং সবটাই বৃহৎ পুঁজির প্ররোচনায়। ভয়ঙ্কর এক আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। প্রকৃতি, প্রাণী এবং গোটা মানবজাতি এক চরম সঙ্কটের মুখে। এর মুক্তি কোন পথে?

স্মৃতিতে অশোকদা

অনিল মাইতি

জন্মসূত্রে অশোকদা ও আমি একই গ্রামের (শ্রীধরপুর, মেমারি) বাসিন্দা। বয়সে তিনি আমার চেয়ে ৭/৮ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর বিশাল কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করার ধৃষ্টতা আমার নেই। সে চেষ্টাও আমি করবো না। তবে কিছুটা কাছ থেকে যা দেখেছি, যা বুঝেছি তারই স্মৃতিচারণা করবো মাত্র।

যতটা জেনেছি তাঁর বাবা (কালিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়) কর্মসূত্রে কালনায় থাকতেন। অশোকদা ও তাঁর ভাই (সনৎ) দু'জনেরই জন্ম হয় সেখানেই। পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীধরপুরে আসেন এবং শ্রীধরপুর হাইস্কুল থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে চলে যান মামার বাড়ি ভাতাড় থানার কুবাজপুর গ্রামে। ওখানেই ভাতাড় মাধব পাবলিক হাইস্কুলে বাকি পড়াশুনা শেষ করে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করেন। পরে প্রাইভেটে বি.এ।

বাইরে পড়াশুনার জন্য আমার ছোটবেলায় তাঁকে গ্রামে খুব একটা দেখতাম না। তবে স্কুল কলেজের ছুটির সময় তিনি গ্রামে আসতেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। সংস্কৃতিমনস্কতা ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। তাই তিনি যখন বর্ধমানে থাকতেন তখনও প্রতিবছর গ্রামে এসে অ্যামেচার যাত্রায় অংশ নিতেন। ভালো অভিনয়ও করতেন। তাঁর সাথে যাত্রায় অভিনয় করার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাঁর প্রথম চাকরি কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুরিতে, পরে মেমারি বিডিও অফিসে (তখন ব্লক ভাগ হয়নি) ট্রান্সফার হয়ে আসেন। সেখানেও তিনি কর্মচারীদের সংগঠিত করে মঞ্চস্থ করেন 'বঙ্গের বর্গী' নাটক। আমাদের ক'জনের সেই নাটক দেখার সুযোগ হয়েছিল। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

বিডিও অফিসের চাকরি ছেড়ে চলে যান দুর্গাপুরে। কয়েক বছর পর সে চাকরিও ছেড়ে দেন। বেছে নেন শিক্ষকতার চাকরি রায়ান হাইস্কুলে। তখন ওই হাইস্কুলে যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন (শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি চক্রবর্তী)। অশোকদার শিক্ষক জীবনের শুরু হয়েছিল শ্রীধরপুর হাইস্কুলে। পরে তিনি চলে যান রায়ানে। আমরা অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলাম। রায়ানের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেন অশোকদা। এখানেই তিনি চাকরি জীবন শেষ করেন।

তাঁর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সম্পর্ক ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়। ওই সময় মেমারি বিধানসভায় বাম প্রার্থী শ্রদ্ধেয় বিনয় কোঙার আর বর্ধমান লোকসভার প্রার্থী ছিলেন বাম-সমর্থিত নির্দল প্রার্থী শ্রদ্ধেয় এন সি চ্যাটার্জী (সোমনাথ চ্যাটার্জীর বাবা)। বিনয়দার সাথে অশোকদার সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। তাই নির্বাচনে তিনি যাতে কিছু সময় গ্রামে এসে দিতে পারেন, এই মর্মে একটি চিঠি লিখে বিনয়দা আমায় পাঠান। আমি বর্ধমান গিয়ে তাঁর হাতে চিঠিটা দিই। খুবই আগ্রহ সহকারে তিনি চিঠিটা পড়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'বেশ আমি যাব'। তারপর তিনি বেশ কয়েকবার গ্রামে এসে ২/৩ দিন করে থেকে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন।

ওই বছর মেমারি বিধানসভায় বামপ্রার্থী হেরে যান, তবে লোকসভায় জয়লাভ করেন। ওই বছরই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গণআন্দোলনের জোয়ার আসে। বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়, নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থাও গড়ে ওঠে। বর্ধমান শহরের বুকে আত্মপ্রকাশ করে 'অন্বেষা' সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই সংস্থা প্রযোজনা করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' নাটক (নাট্যরূপ দেন সম্ভবত শিশির সেন)। বিভিন্ন জায়গায় এই নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। ওই নাটকে অশোকদা ও বৌদি (গৌরী ব্যানার্জী) মূল দুটি চরিত্রে অভিনয় করতেন। শুনেছি, ওই 'অন্বেষা' নাম থেকেই তাঁর একমাত্র কন্যা তোতার ভালো নাম ছিল অন্বেষা। আমি ওই নাটক দেখে অভিভূত হয়ে যাই।

১৯৬৫ সালে শ্রীধরপুরে গড়ে ওঠে 'প্রগতি সংঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন (যা পরবর্তীতে 'কৃষ্টিচক্র')। এই সংস্থা ওই বছরই প্রযোজনা করে উৎপল দত্তর 'রাতের অতিথি' নাটক। ওই নাটক অশোকদা দেখে খুবই প্রশংসা করেন। যাইহোক আমরাও ঠিক করি 'হারানের নাতজামাই' প্রযোজনা করবো। আমাদের মহড়ার সময় যাতে তিনি একবার আসতে পারেন সেই মতো খবর দিই। তিনি আসেন। মহড়ার সময় তিনি বলেন, 'আমি কিছু বলবো না, শুধু দেখবো। তোরা যেমন ভেবেছিস তেমনই করবি, কাউকে নকল করবি না।' সত্যিই তিনি কিছু বললেন না, শুধু

বললেন, 'তোদের প্রথম মঞ্চস্থের আগে আমায় খবর দিবি আমি এসে দেখে যাব।' প্রথম অভিনয়ের দিন উনি এসেছিলেন এবং সামনে বসে দেখেছিলেন। অভিনয়শেষে উঠে হাততালি দিয়ে বলেছিলেন 'সাবাস'। কিন্তু আমি তো বুঝলাম 'অন্বেষা'র ধারেকাছে আমরা ঘেঁষতে পারিনি। ওই নাটকের শেষে আমরা একটি গান যোগ করেছিলাম (যা অন্বেষার প্রযোজনায় ছিল না)। অশোকদা বললেন, 'ওই গানটাই তোদের নাটকের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।'

১৯৬৯ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর সারা ভারত কৃষকসভার সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় বড়শুলে। সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বের প্রথম থেকেই অশোকদা ওখানে পড়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। ওই প্রস্তুতিপর্বের কাজে তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমিও প্রায় ১৫/২০ দিন পড়ে থাকি বড়শুলে। পেইন্টার্স ফ্রন্টের গোপালদার (গোপাল দাস, দুর্গাপুর) সহকারী হিসাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। অসাধারণ শিল্পী ছিলেন গোপালদা। এত বড় শিল্পীর বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে লেখা সবই তিনি করতেন হাসি মুখে। কোনো ক্লান্তি ও বিরক্তি ছিল না তাঁর। আমি লেখার কাজে সাহায্য করতাম মাত্র। সম্মেলন হলের পশ্চাৎপটটি তিনিই আঁকেন। বিভিন্ন কাজের মাঝে অশোকদা আমাদের কাছে এসে বসতেন, খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ-খবর নিতেন। যেদিন রাতে বাড়ি (বর্ধমানে) ফিরতেন না, সেদিন আমাদের মধ্যেই থাকতেন। সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তাঁর। সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক ছিলেন তিনি।

অশোকদার বড় অবদান সমবায় আন্দোলন। যার শুরু শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে। ১৯১৮ সালে হংসেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (বার অ্যাট ল)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'। শুনেছি, বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের প্রথম সভাপতি তিনি, প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন মনোমোহন মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীতে নেতৃত্বে আসেন শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় কালিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (অশোকদার বাবা) প্রমুখ। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ অগ্রসর হতে থাকে। বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাননবাবুদের সঙ্গে পরিচালন কমিটিতে আসেন। ষাটের দশকের শেষে পরিচালন কমিটিতে আসেন অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও অশোকদা। সত্তর দশকের প্রথম থেকেই ওঁদের সঙ্গে আসেন বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি পর্যায়ক্রমে ২৯ বছর সম্পাদক ছিলেন।

সকলকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার অদ্ভুত মানসিকতা ছিল তাঁর। যেমন, অনাদিবাবু ছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী। বামুন ছাড়া কারো হাতে জল পর্যন্ত খেতেন না। জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপুরে চাকরি করতেন। ছিলেন আই.এন.টি.ইউ.সি-র নেতা। একমাত্র বুদ্ধদেব ছিল (আমার সহপাঠী) সমমতাবলম্বী। সমবায়ের উন্নয়নে সকলকে নিয়ে কাজ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি কোনোদিন। সকলের মতামতকে তিনি যোগ্য মর্যাদা দিতেন (সে রাজনীতি থেকে সমবায়)। নিজের মতকে তিনি কোনদিন চাপিয়ে দিতেন না। কোনো কোনো সময় তিনি শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের কোনো পদে না থাকলেও তিনি ছিলেন অপরিহার্য। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভাবাই যেত না। যতটুকু জানি, অশোকদার সাথে আলোচনা না করে কোনো কাজে হাত দিত না বুদ্ধদেব।

সত্তর দশকে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় তাঁকে একটি মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। ওই সময় তিনি একদিন গ্রামে আসেন। সেইসময় গজিয়ে ওঠা জনৈক কংগ্রেস নেতা (মেমারিতে থাকতো) রাতের অন্ধকারে পুলিশ নিয়ে গ্রামে তাঁর বাড়িতে আসে। সেদিনই অশোকদা সকালেই গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে অন্য জায়গা থেকে তিনি গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল।

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বলি অন্যান্যদের মতো আমাকেও হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হয় রানিগঞ্জ, আসানসোল ও বার্ণপুর এলাকায়। তাঁরা জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে আমি তাঁর কেশবগঞ্জ চটির বাসায় প্রায়ই আসতাম। ওখানে তখন কমলদা (গায়েন) থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি বারে বারে। বৌদির কাছ থেকে পেয়েছি বড় দিদির স্নেহ, ভালোবাসা।

রানিগঞ্জ থানার যে গ্রামে আমি থাকতাম সেখানে ১৯৭৬ সালে এক গণ্ডগোল হয়। সেই গণ্ডগোলে আমাকে জড়িয়ে দেয়। ফলে ওই আস্তানাও আমায় ছাড়তে হয়। রামনারায়ণদা আমায় নিয়ে আসেন তাঁর বানপোতার বাসায়। পরে তিনি আমায় পৌঁছে দেন রায়না থানার কুকুরা গ্রামে আর এক সমবায়ী রবি নন্দীর বাড়ি। ওখানে থাকার সময় অমল হালদার ও উদয় সরকার প্রায়ই যেতেন। আমার খোঁজখবর যেমন নিতেন, তেমনি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস

—এরপর চারের পাতায়

কিছু স্মৃতি—কিছু কথা

আব্দুস সবুর

অশোকদার সাথে আমার পরিচয় তিনি যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। ১৯৭৩ সালে। পরবর্তীকালে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা অফিসে কাজে যোগদানের পর ঘনিষ্ঠতা। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হওয়ার পর মাঝে মাঝে কোলকাতায় যাওয়া হতো আর অশোকদার সাথে কথা হতো। তিনি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে অবসর নেওয়ার পর মাঝে মাঝে নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে এলে কথা হতো। পত্রিকাতে প্রায় আমার কিছু লেখা প্রকাশিত হতো। মাঝে কিছু লেখা হয়ে ওঠেনি। একদিন অশোকদা ডাকলেন—মামা, তুমি পত্রিকাতে লেখা বন্ধ করলে কেন, লেখো, তবে সূত্রগুলি দেবে। ২০১১ সালের পর আমাদের 'আজকের চিঠি' অফিসে কবিতার আসর বসতো। তাতে অশোকদা সভাপতি থাকতেন এবং বলতেন—মামা, তোমার লেখা কবিতাটি পাঠ করো। এইভাবে চলতো। অশোকদা সমবায় বিষয়ে নিয়ে একটি বই 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' প্রকাশ করেন। একদিন অশোকদাও বললেন—মামা, তোমাকে বহরমপুর যেতে হবে। প্রায় আড়াইশো বই নিয়ে বাসে করে বহরমপুরে সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে দিয়ে আসি।

১৯৭০ সালে জুন মাসে অশোকদা গুণমনি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন। অশোকদা বর্ধমান, দুর্গাপুর জেল হয়ে শেষে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হন। অবশেষে ১৯৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসে ছাড়া পান। সেই সময় অশোকদা থাকতেন কেশবগঞ্জ চটির পুলিশ ফাঁড়ির কাছে ইউনিভারসিটি কোয়ার্টারে। আলিপুর কোর্টে যাওয়ার বিষয়ে প্রায় অশোকদার কোয়ার্টারে যাওয়া। তখন অশোকদা জেলে। গৌরী বৌদির সাথে দেখা হতো এবং কোর্টে যাওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা হতো। গৌরী বৌদি বাড়িতে না থাকলে অশোক ব্যানার্জীর মামাতো ভাই কালিপ্রসন্ন মুখার্জীর সাথে কথা হতো।

সেই সময় সাঁইবাড়ি কেসে ও অন্যান্য কেসে জেলে রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন অনেকে। এখন সব নাম মনে পড়ছে না। যতটুকু মনে পড়ছে তা হল বিনয় কোঙার, সুধীর রায়, দিলীপ দুবে, কালিশঙ্কর পাল, সামাদ, অমল দাস, বিমল দাস, মন্টু নন্দে, টিলু মুখার্জী, বংশী দত্ত সহ অনেকে। নাম না জানা সিপিআই(এম) সদস্য ও কর্মীরাও বন্দি ছিলেন।

যতদূর মনে হয় ১৯৭৩-৭৪ সাল আলিপুর যাওয়ার ব্যাপারে কথা হয়। দুর্গাপুজোর পর কোর্ট খুলছে। সবাই মিলে আলিপুর কোর্টে যাওয়া যাবে। সেই সময় ঠিক হলো কেউ লোকাল ট্রেনে যাবে কেউ কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে যাবে। তখন বর্ধমান-হাওড়া সুপার ট্রেন ছিল না। স্টেশনে একে একে জড়ো হলাম—ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা শক্তি চ্যাজীর স্ত্রী জয়ন্তী চ্যাটার্জী, মন্টু নন্দের স্ত্রী দীপালি নন্দে ও তার দুই বাচ্চা মেয়ে মনু ও রুনু এবং বংশী দত্ত-এর মা পান্নাময়ী দত্ত, বোন পূর্ণিমা ও বৌদি কবিতা দত্ত, বারীন ঘোষ ও আমি। যথারীতি ট্রেনে হাওড়া পৌঁছে আলিপুর কোর্টে হাজির হলাম।

আলিপুর কোর্টে মেমারির মহারাণী কোঙার, গৌরী ব্যানার্জী সহ অনেকের সাথে দেখা হলো। বেলা ১২টা হবে। প্রিজন ভ্যানে করে রাজনৈতিক বন্দিদের নিয়ে আসা হলে, ভ্যানের সামনে গিয়ে দেখা হয় এবং কথাবার্তা হয়। সেই সময় বারীন ঘোষ আমাকে বলেন, কিছু বিড়ি ও দেশলাই দিয়ে আয়। আমি যথারীতি বিড়ি কিনে নিয়ে বারীনদার হাতে দিই। বারীনদা প্রিজন ভ্যানের ফাঁক দিয়ে বিড়িগুলি নিয়ে নেন। সেদিন কোর্টে কেস না ওঠার জন্য বন্দিদের ফের আলিপুর জেলে নিয়ে যায়। আমরা আলিপুর কোর্ট থেকে আলিপুর জেলের সামনে হাজির হলাম বেলা ১টার সময়। আগেই জেলখানায় দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম দেখা করার জন্য। তারপর একে একে জেল-গেটে হাজির হলেন মহারাণী কোঙার, গৌরী বৌদি সহ আরও অনেকে। দীর্ঘ সময়ের পর রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে দেখা করার সুযোগ হলো। একটা সরু গলির মতো জায়গা, সামনে রড ও নেট দিয়ে ঘেরা, আবার সামনে কাচ দেওয়া। ঠিক সিনেমা হলের টিকিট কাউন্টারের মতো। জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছে। সবাই কথা বলার পর আমরা জেলের মেন গেটের সামনে হাজির হলাম। যে যার প্রিয়জনের জন্য কিছু খাবার ও জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন। তা গেটের সামনে সেন্ট্রিদের হাতে তুলে দিলেন। মহারাণীদি কিছু নারেকল নাড়ু ও নারকেল নিয়ে গিয়েছিলেন। নারকেলগুলি ফাটিয়ে ফাটিয়ে রাখাতে আমরা প্রতিবাদ করলাম। এগুলির মধ্যে কি বোম আছে নাকি ! দু-একটা ভেঙেছেন... আর ভাঙবেন না। ওগুলো ভাঙলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তখন জেলের সেন্ট্রিরা আর ভাঙলেন না। কারারক্ষীরা নারকেল ভাঙা বন্ধ করে জিনিসপত্র নিয়ে গেল। জয়ন্তী চ্যাটার্জী তার ভাই টিলু মুখার্জীর সাথে দেখা করার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বাইরে নিয়ে এসে জল খাওয়ানোর পর বলি, একটু শান্ত হোন। যথারীতি যে-যার মতো নিজেদের গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলাম।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আসার আগে আমার বাবা প্রয়াত হন। তখন আমাকে বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। তারপর দীর্ঘ সময় সবার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। স্মৃতি সব সময় ফুলের রেণু হয়ে বিছিয়ে থাকে হৃদয়ের জানালায়।

গুসকরায় কুনুর সেতুর বেহাল অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা : একদিনের বৃষ্টির জলেই গুসকরার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া কুনুর নদীর ওপর তৈরি তিন বছরের সেতুর করুণ অবস্থা চোখে পড়েছে। নদীর দুপাড়ের চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। নদী সংস্কার না হওয়ার ফলে প্রতি বছরই বর্ষার সময় দু-কূল ছাপিয়ে মাঠের ফসল নষ্ট করে দেয়।

কৃষকদের আপত্তি ছিল সংস্কার না করে নতুন করে নদীতে হোস পাইপ দিয়ে নর্দমা সেতু তৈরির মতো এই সেতু নির্মাণে। নদী জল বাধা পেয়ে আরও ব্যাপক এলাকা জুড়ে ফসল নষ্ট হবে। তাদের আপত্তি গ্রাহ্য করা হয়নি। সেতুর করুণ দশা দেখে দুই পাড়ের মানুষই চিন্তায় পড়েছেন। সরকারের পয়সা নয়-ছয় না করে চাষিদের কথা ভেবে কুনুর নদীর সংস্কারের দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষ।

শহর জুড়ে বিনামূল্যে মেহনতি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল সব্জি বাজার

কিশোর মাকর : দীর্ঘ আড়াই মাস লকডাউনে কষ্টে আছেন দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। কেউ রেশন পেয়েছে কেউ পায়নি। সরকার লকডাউন ঘোষণা করতে পারে কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। এদের জন্য এগিয়ে এসেছে সিপিআই(এম) শহর-২ এরিয়া কমিটি, এগিয়ে এসেছে ১৮ নং ওয়ার্ডের বামপন্থী গণসংগঠনগুলি। কমিউনিস্ট বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মদিনে ১৪ জন ভাতছালা বাঁকার মাঠে মেহনতি মানুষের বাজার বসে। ৩৫০ জনকে লাইন দিয়ে আলু, পেঁয়াজ, ঢিঙে, ঢেঁড়স, তেল, সোয়াবিন, ডিম সহ ১৪ রকমের দ্রব্য তুলে দিচ্ছে স্বেচ্ছাশ্রমে ১০০ জন বামপন্থী সংগঠনের কর্মীরা। লাইনে মাল নিতে আসা লালচাঁদ সেখ, ক্ষীরোদ দাসরা জানালেন রিক্সার বাজার তো শেষ করেছে টোটো। এখন কোনো রোজগার নেই। রেশন পেলেই কি খাওয়া যায়? আনাজ, তেল, নুন এসবের জন্য তো পয়সা চাই। এই সাহায্য পেট ভরাতে সাহায্য করবে। এরা সব সময় পাশে আছে। কাউন্সিলার তো খোঁজও নেয় না। পাশে দাঁড়িয়েছে সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় সমিতি সদস্য মদন ঘোষ, জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, তাপস সরকার, তরুণ রায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন ডিন অরূপ চট্টোপাধ্যায় সহ সংগঠনের নেতৃত্ব।

উদ্যোগের প্রশংসা করে শ্রী ঘোষ বলেন, মেহনতি মানুষের জন্য সরকার ভাবেনি। অপরিকল্পিত লকডাউন ব্যাপক মানুষকে বেকায়দায় ফেলেছে। আমরা সরকারকে বলেছিলাম দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের অ্যাকাউন্টে ৭৫০০ টাকা ঢুকিয়ে দিতে, মাথাপিছু ১০ কেজি চাল ও ডাল রেশনের মাধ্যমে দিতে। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত। দুজনেই হাত তুলে নিয়েছে। অন্যদিকে কেরল সরকারের সাফল্যকে ছোট করে দেখছে কেউ কেউ।

ফ্রন্টলাইনার যোদ্ধা যেমন ডাক্তার, নার্সরা, স্বাস্থ্যকর্মীরা। পিছনের সারিতে যোদ্ধার কাজ নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন বামপন্থী কর্মীরা। এদিন ডি.ওয়াই.এফ.আই, এস.এফ.আই-এর উদ্যোগে ইছলাবাদে ১০ নং ওয়ার্ডে শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিনামূল্য সব্জি বাজার হয়। কালনায় ছাত্র-শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মীরা গতকাল কালনা ফটকদ্বারে বিনামূল্যে সব্জি বাজার করে। দুর্যোগ উপেক্ষা করে দুই শতাধিক পরিবার বিভিন্ন রকম সব্জি সংগ্রহ করেন। উপস্থিত ছিলেন বস্তি সংগঠনের নেতা অরিন্দম মৌলিক, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন আইচ প্রমুখ।

বিপন্ন শিল্পীদের পাশে লেখক শিল্পী ও নাট্যকর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ জুন : কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণে এবং সর্তকতা ঘিরে নেওয়া লক ডাউনের ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন বিপন্ন। বহু মানুষ কাজ হারিয়ে জীবন-জীবিকার সঙ্কটে পড়েছেন। কাজ হারিয়েছেন লোকশিল্পীরাও। সেইসমস্ত নিরন্ন শিল্পী ও শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াল লেখক শিল্পী নাট্যকর্মী ও লোকশিল্পীরা। আজ বর্ধমান শহরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ ও জনবাদী লেখক সংঘের বর্ধমান শহর কমিটি তেজগঞ্জ এলাকা, বোরহাট ও কাছারি রোডে শতাধিক মানুষের হাতে প্রয়োজনীয় ত্রাণ তুলে দেয়। উপস্থিত ছিলেন পূজন সেনগুপ্ত, মিনতি গোস্বামী, কাজল রায়, শিবনাথ মণ্ডল প্রমুখ।

স্মৃতিতে অশোকদা

—তিনের পাতার পর

দিয়ে আসতেন। ওখানে বসেই আমি '৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিই।

সাতাত্তরে লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে পালাবদলের পর রবিদার পরামর্শমতো আমি আসি বর্ধমান পার্টি অফিসে (পার্কাস রোডে)। সেখানে তখন রামনারায়ণদা ও অশোকদাও ছিলেন। রামনারায়ণদার কথামতো দুদিন পর আমি অশোকদার কেশবগঞ্জ চটির বাসায়। পরদিন সকালেই তিনি আমায় মেমারিতে বিনয়দার বাড়িতে পৌঁছে দেন। সেদিন ছিল মেমারিতে বিজয় মিছিল।

পরদিন গ্রামের মানুষের উষ্ণ ভালোবাসা নিয়ে গ্রামে আসি। আমার বাড়ি তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। গ্রামের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় ঘর তৈরির পরিকল্পনা করি। অশোকদা বর্ধমানে বসে থাকেন না। তিনি গ্রামে আসেন এবং আমার ঘর তৈরির প্রয়োজনীয় কিছু খড় ও বাঁশ যোগাড় করে দেন। বর্ধমান ফিরে যাবার সময় আমার ঘর তৈরির জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যও করে যান।

'৭৭ সালে শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিমঘর তৈরি হয় শংকরপুরে। তদারকির দায়িত্ব পড়ে অশোকদার উপর। হিমঘর তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি তদারকি করে হিমঘর তৈরি করেন।

সমবায় আন্দোলনে বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় যেমন তাঁর সঙ্গে ছিল, তেমনি ছিলেন তাঁর ভাই সনৎ ব্যানার্জী, চন্দ্রশেখর মুখার্জী ও বিশ্বনাথ রায়। এঁদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক উচ্চমার্গে পৌঁছায়। এঁদের সময়ই সাউথ-ইস্ট এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমবায়ের সম্মানে সম্মানিত হয় শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

মাটির টানে, শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের দুর্নিবার আকর্ষণে, অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসায় শত কাজের মাঝেও তিনি বারে বারে ছুটে এসেছেন গ্রামে। বসে থাকতেন না গ্রামে এসে। বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে সমবায়ের কাজে ব্যয় করে গেছেন। রাজনীতির পাশাপাশি সমবায় ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এলাকার অন্যান্য সমবায়গুলিকেও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তিনি ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। হন 'নাবার্ড'-এর ডিরেক্টর। সারা দেশে সমবায় আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর লেখা 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' গ্রন্থটি সমবায় আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার বলে আমার বিশ্বাস।

২০১১। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এক সাধারণ সভায় তিনি আসেন। বক্তব্য রাখার সময় শাসক দলের স্বঘোষিত এক নেতা তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে। তিনি তাতে মানসিকভাবে দারুণ আহত হন, আহত হন শারীরিকভাবেও। তাঁকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করতে হয়।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড়। একমাত্র কন্যা তোতার অকাল প্রয়াণ, ভাইয়ের মতো কমলদার নৃশংস খুন চোখের সামনে দেখেছেন। ভাই এবং ভাইপোর অকাল মৃত্যুতে তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন। তাতেও তিনি ভেঙে পড়েননি। বাইরে থেকে বোঝাই যেত না তিনি কতটা আহত। তিনি শেষবার গ্রামে আসেন ২০ এপ্রিল ২০১৮। শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে। তারপর আর গ্রামে আসেননি। 'নতুন চিঠি'-তে একটু আধটু লেখালেখির সুবাদে আমার সঙ্গে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হতো মাঝেমধ্যে। যতটুকু জানি বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত কথা হতো, তা সমবায় সংক্রান্ত বিষয়ে।

নির্মম সত্যটা জানালো বুদ্ধদেব। মোবাইলে সে জানালো অশোকদা আর নেই। কথাটা শোনার পর নির্বাক হয়ে গেলাম। দীর্ঘ এক সংগ্রামী জীবন থেমে গেল ৮৩ বছর বয়সে। যে শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ছিল তাঁর গর্ব, অহংকার, যাকে তিনি তিল তিল করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, সেই কো-অপারেটিভের কাছেই তিনি অপমানিত হয়েছিলেন। তাই বোধহয় এক বুক অভিমান নিয়েই তিনি চলে গেলেন। অপূরণীয় ক্ষতি হলো সমবায় আন্দোলনের।

অশোকদা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর কাজের মধ্যে। তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি অমর। তাঁর কাছে আমি বহুভাবে ঋণী। অবনত মস্তকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি—অশোকদা অমর রহে....।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করলেন মেমারির অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১২ জুন : করোনা ও আমফানের দ্বিমুখী আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও জনজীবন বিপর্যস্ত। উপকূলবর্তী জেলাগুলো যদিও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে কিন্তু করোনা রাজ্যের পরিস্থিতিকে করে তুলছে ভয়াবহ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাণ তহবিলে অনুদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বারবার। আর সেই ডাকে সাড়া দিল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা, মেমারি-১ ব্লকের ও গোপগন্তার-২ পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১২৫০০ টাকা দান করলেন। অর্থটি বিডিও বিপুল কুমার মণ্ডলের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমান শহরের ৮ নং ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লী এলাকায় বামপন্থী গণসংগঠনের উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও মেডিকেল সেল্স রিপ্রেজেন্টেটিভরা ১৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। থার্মাল গান দিয়ে জ্বর, সুগার, প্রেশার পরীক্ষা করা হয় এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বিনামূল্যে তাদের ওষুধ দেওয়া হয়।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

—দ্বিতীয় পাতার পর

থেকে কেড়ে নিল জল্লাদবাহিনীর দল। শেষ দেখা নিথর দেহ কমল গায়েনকে। শেষ কথা আর হলো না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে মনে হয়েছিল এর বিচার হবে না। প্রদীপ তা ও কমল গায়েনকে শেষ করে সদর পার্টিকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা বিরোধী দলের। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা অন্য ধাতুতে গড়া। বিচার হলো না, শাস্তি হলো না কেন? প্রশ্ন রয়ে গেল মনে। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল কেন আমিও দেওয়ানদিঘির রাস্তায় যেতে পারলাম না—কারণ আমার কাছে কোনো খবর ছিল না। সময়ের সাথে সাথে কঠিন বাস্তবে দাঁড়িয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি মিছিলে পা মেলাই। মনে মনে শপথ নিলাম এই কঠিন কঠোর, কাঁটা বিছানো পথে চলতে চলতে শেষ হব কর্মীরা।

তারপর তিন জনের কীভাবে দিন কেটেছে বলার কথা নয়। আমি চলে এলাম মায়ের কাছে, কারণ মা একা থাকেন বাড়িতে। দাদা ও বৌদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি বিক্রি করে চলে এলেন তরুণ রায়ের বাড়িতে। দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছিল। সময়ের সাথে সাথে ওনার শরীরও ভাঙছিল। কিন্তু আশা ছিল ভালো হয়ে উঠবেন। কিন্তু সময় আমাদের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম খেলা খেলে। আমাদের কাছ থেকে আপনাকে নিয়ে রেখে এলাম। আর দেখা হবে না। কিন্তু মন মানে না। বাড়িতে থাকলে মনে হয় নার্সিংহোমে আছেন, ভালো হয়ে আমাদের মাঝে চলে আসবেন। দীর্ঘদিনের জীবনের সাথীকে রেখে চলে গেলেন। তাঁর জীবনের শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। কঠিন শপথ, যতদিন চলা যায় চলবো আমি ও বৌদি আপনাদের অনুপ্রেরণায়। অনেক না বলা কথা বলা হলো না। তবু শেষ প্রণাম, লাল সেলাম।

দাদা কোনো বড় সমাবেশ হলেই আমার, তোতার, লক্ষ্মী, শিপ্রা ও আরও মহিলা কর্মীদের হাতে 'নতুন চিঠি' ধরিয়ে দিতেন—যা বিক্রি কর তোরা। আমরা খুবই আনন্দের সঙ্গে 'নতুন চিঠি' বিক্রি করতাম সভা সমাবেশে। তাই নতুন চিঠিও আমার অন্তরে আছে।

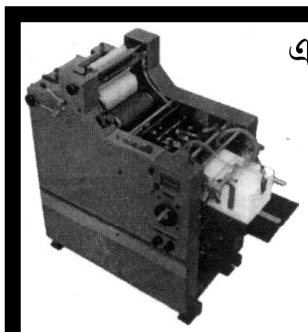

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

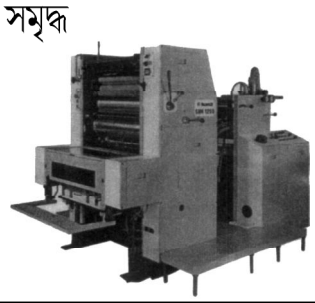

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, অস্থায়ী মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা